বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০৫.১৯-৭৩

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

পরিপত্র-৯

বিষয় : **৫ম উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন, নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন এবং নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি অর্থ ব্যয়ের সমন্বয় সাধন**

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ৫ম উপজেলা সাধারণ পরিষদ নির্বাচনে কোন প্রকারের অনিয়ম বা বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় বা কেউ কোন প্রকার অবৈধ প্রভাব বিস্তার না করতে পারে বা উক্তরূপ কোন প্রভাব বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন কারো মনে উদয় না হয় সে লক্ষ্যে সজাগ ও তৎপর থাকতে হবে।

২। **সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন:** বিশেষ কোন মহলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন না করতে পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না যার দ্বারা তাদেরকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং তাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট এমন ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে।

৩। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন:** নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে বেসরকারি পর্যায়ের দল নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে উক্ত টিম গঠন করে টিমের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল:** উক্ত ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমকে উপজেলা এলাকায় নির্বাচন আচরণ বিধি ভংগ হয়েছে কিনা অথবা ভংগ হওয়ার আশংকা রয়েছে কিনা বা নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি ব্যয় বাবদ নির্বাচন বিধিমালার বিধিতে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করেছে কিনা বা বিধি ৫১ এর বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিবেন। আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা বা অভিযোগ পাওয়া মাত্রই মোবাইল কোর্টের দায়িত্বে থাকা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী আদালতেও অভিযোগ দায়ের করা যাবে। প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের পরামর্শ দিবেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর তিন দিন অন্তর অন্তর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আপনার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের আইন অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ৫১ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

৫। **নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন:** অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিম গঠনের সাথে সাথে টিমের সদস্যদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই টিম নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচন আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা

অফিসের ঠিকানাঃ
[Type text]
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

তা তদারকি করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই টিম বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে আর বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রতি পাঁচ দিন পর পর উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

৬। **আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন:** উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতে হবে। এই সেলে অন্যান্য সদস্যগণ হবেন জেলা নির্বাচন অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি ও সহযোগী আইন শৃংখলা সংস্থা কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ। অবিলম্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতঃ উক্ত সেলের সদস্যদের তালিকা আপনি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। এই সেল উপজেলা এলাকায় আইন-শৃংখলা সংরক্ষণকল্পে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই সেলও আইন শৃংখলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে।

৭। **সকল প্রকার ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করণ:** উপজেলাভুক্ত সকল স্তরের ভোটারদের এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণির ভোটার পূর্ব হতে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন সে উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে মোতায়েনসহ চিহ্নিত গোলযোগপূর্ণ ভোটকেন্দ্রসমূহে বেশী সংখ্যায় আইন শৃংখলা বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং যে কোন প্রকার অশুভ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সদা সতর্ক থাকার জন্য আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যগণকে কঠোর হবার নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

৮। **প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগ:** উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আচরণ বিধি লংঘনের কোন বিষয় কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তির নজরে আসলে তাঁরাও স্বউদ্যোগে মোবাইল কোর্টের নিকট, রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে থানায় বা ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন বা নির্বাচন কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

৯। **গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণ:** ভিজিল্যান্স টিম ও অবজারভেশন টিম, মনিটরিং টিম ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন এবং উক্ত টিমসমূহের কার্যক্রম নির্ধারিত তিন দিন পর পর বা ক্ষেত্রমত তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন এবং টিমসমূহ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবগত করানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১০। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** উপজেলা নির্বাচনের সামগ্রিক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনি আইন-শৃংখলা রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে পরামর্শক্রমে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন।

১১। **অর্থ বরাদ্দ:** নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যয় মিটানের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নির্বাচন সংশিষ্ট সকল কর্মকর্তা যেমন- রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অগ্রিমও বরাদ্দ করা হয়।

১২। **বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়সাধন:** অতীতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, নির্বাচন সংক্রান্ত এ সব কাজের জন্য প্রাপ্ত অর্থের কোন ভাউচার দ্রুত প্রেরণ করা হয় না। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে ব্যয়িত এ অর্থের বিষয়ে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়, অনেক আপত্তি বছরের পর বছর অনিষ্পন্ন থাকে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত এবং ব্যয়ের এক মাসের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য সকলকে তাগিদ দিতে হবে।

১৩। **নির্বাচনি অর্থ বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব:** প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রের বেষ্টনী নির্মাণ, নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহন ও অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভ্রমণ/দৈনিক ভাতাসহ অন্যান্য খাতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে "দুই প্রস্থ যথাযথ ভাউচার" অব্যশই ভোটগ্রহণ শেষে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেবেন। কাজের সুবিধার্থে এতদসংক্রান্ত একটি ভাউচারের নমুনা পরিশিষ্ট-ক দেয়া হয়েছে।

১৪। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব:** রিটার্নিং অফিসারগণ নির্বাচনি কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থের হিসাব ও ভাউচার প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। এ সংক্রান্ত কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির জন্যও তিনি দায়ী থাকবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে অর্থ প্রদানের সময় উক্ত অর্থ খরচের সপক্ষে দুই প্রস্থ করে ভাউচার প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছে প্রদত্ত অর্থ, রিটর্নিং অফিসারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অন্যান্য খরচের অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে দুই প্রস্থ করে ভাউচার যথাযথভাবে প্রস্তুতকরতঃ খরচের সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সমুদয় অথের্র হিসাব বিবরণী নির্বাচন সমাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে।

১৫। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সমন্বয়ের প্রত্যয়ণ পত্র (সিটিআর) সংগ্রহ:** নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে যে সমস্ত অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে তিনি সে সমস্ত অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে যথাযথ ভাউচার চূড়ান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত হিসাব নির্বাচন সমাপ্তির পর পরই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি অগ্রিম উত্তোলিত অর্থের ভাউচার সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করে অগ্রিম উত্তোলিত অর্থের প্রত্যয়নপত্র (সি.টি.আর) সংগ্রহ করবেন।

১৬। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব :** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উক্ত অর্থের হিসাব, ভাউচার প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচন সমাপ্তির পর পরই এ সব অর্থের সমন্বয় সাধন করতঃ চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৭। **সরকারি অর্থের যথাযথ হিসাব দাখিলকরণঃ** সরকারি অর্থ খরচের সপক্ষে যথাযথ হিসাব দাখিল না করা অর্থ আত্মসাৎ করার সামিল বলে গণ্য হতে পারে। তাছাড়া সরকারি অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে যথাসময়ে ভাউচার দাখিল না করা, হিসাব প্রদান না করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। অতএব, এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

২৬/২/১৯

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
e-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ... ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০৫.১৯-৭৩

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১১. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)
১২. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... রেঞ্জ (সকল)
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... -এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩০. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৩১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
৩২. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৮/০২/১৯

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০২-৫৫০০৭৫৫৯
মোবাইল-০১৫৫০০৪২০৪১
e-mail: sas_emc2@ecs.gov.bd